অবিলম্বে কোটা পদ্ধতির যৌক্তিক সং রান্স্করে প্রজ্ঞাপন জারি কর আন্দোলনকারীদের উপর ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী হামলার বিচার কর এবং গ্রেতারকৃতদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি

কোটা পদ্ধতি সংস্কারের প্রজ্ঞাপন জারি এবং হামলাকারীদের বিচার ও গ্রেফতার কৃতদের মুক্তির দাবিতে সিপিবি বাসদ ও বাম মোর্চার মিছিল

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ও গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার উদ্যোগে কোটাব্যবস্থার যৌক্তিক সংস্কার করে অবিলম্বে প্রজ্ঞাপন জারি করা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর ছাত্রলীগের বর্বর হামলার বিচার এবং গ্রেফতারকৃত শিক্ষার্থীদের অবিলম্বে মুক্তির দাবিতে ১১ জুলাই '১৮ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক সংহতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংহতি সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সিপিবি'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শাহ আলম, বাম মোর্চর সমন্বয়ক ও ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন নান্নু, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, বাসদ (মার্কসবাদী) এর কেন্দ্রীয় নেতা মানস নন্দী, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, গণসংহতি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতা ফিরোজ আহমেদ, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের হামিদুল হক।

সংহতি জানিয়ে সমাবশে আরও বক্তব্য রাখেন শিক্ষাবার্তার সম্পাদক শিক্ষাবিদ এ এন রাশেদা, প্রকৌশলী ম. ইনামুল হক, কৃষক-ক্ষেতমজুর সংগ্রাম কমিটির সমন্বয়ক অধ্যাপক আবদুস সাত্তার, বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান লাল্টু ও সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম এর সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী শম্পা বসু।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশ এক চরম অরাজক পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে চলছে। শাসক দল কোন ভিন্নমতকেই সহ্য করছে না। সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনকেই বলপ্রয়োগ করে দমনের চেষ্টা করছে সরকার। সর্বশেষ কোটা সংস্কারের আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের উপর ক্ষমতাসীন ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী হামলা পাকিস্তানি সামরিক জান্তাদের সৃষ্ট এনএসএফ এর কর্মকাণ্ডকেও হার মানিয়েছে। হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণেই পা ভেঙে দেয়া হয়েছে, হাসপাতালে চিকিৎসা না দিয়ে ছাত্রলীগের নির্যাতনে আহতদের হাসপাতাল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে-এক নির্মম নিষ্ঠুরতা। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে নারীদের লাঞ্ছনা করা হচ্ছে আবার আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদেরকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গ্রেফতার করছে পুলিশ। এখন পর্যন্ত ১০ জন শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, এভাবে সন্ত্রাসী বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে কিংবা রাষ্ট্রীয় বাহিনী দিয়ে গণআন্দোলকে দমন করা যাবে না, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। শাসকরা তাদের ক্ষমতাকে নিরংকুশ করতে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ক্রমাগত সংকুচিত করছে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে যে কালাকানুন প্রবর্তণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে তা নজীরবিহীন, এটা জাতির জন্য একটা অশনিসংকেত। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় পরিচালিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সবসময়ই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র। একের পর এক হামলার ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটছে অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একটি ঘটনারও বিচার করতে পারেনি। অথচ বহিরাগত তত্ত্ব দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ব্যাহত করার পাঁয়তারা করছে প্রশাসন। নেতৃবৃন্দ বলেন, এই ব্যর্থ ও দায়িত্বজ্ঞানহীন উপাচার্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ প্রশাসনে আসীন থাকার আর ন্যূনতম যোগ্যতা নেই। অবিলম্বে পদত্যাগ করে বিশ্ববিদ্যালয়কে কলঙ্কমুক্ত করা উচিত বলে নেতৃবৃন্দ দাবি করেন।

সংহতি সমাবেশে নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, একদিন প্রধানমন্ত্রী সংসদে কোটা বাতিলের কথা বলেছেন, একটি কমিটিও করা হয়েছে কোটা বাতিল বা সংস্কারের বিষয় পর্যালোচনা করার জন্য; আবার অন্যদিন বলেছেন মুক্তিযোদ্ধা কোটা অক্ষত থাকবে। এই ধরণের প্রহসন করার মানে কী তা নেতৃবৃন্দ জানতে চান। নেতৃবৃন্দ বলেন প্রধানমন্ত্রীর এই অবিবেচনাপ্রসূত বক্তব্য সংকটকে আরও ঘনীভূত করবে। নেতৃবৃন্দ সরকারের প্রতি আহ্বান জানান আর কালক্ষেপন না করে অবিলম্বে কোটাব্যবস্থার সংস্কার করে প্রজ্ঞাপন জারি করুন, হামলাকারী সন্ত্রাসীদের বিচার করুন এবং গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দিন।